হাসিনাকে কোনদিন ক্ষমা করা যাবে না,সে মানবতা ও মাতৃত্বের কলঙ্ক:মির্জা ফখরুল ইসলাম

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম: সংগৃহীত ছবি

'গণঅভ্যুত্থান ২০২৪' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এক স্মরণসভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঘোষণা দিয়েছেন, জুলাই আন্দোলনে নিহত শহীদদের পরিবার ও আহতদের জন্য দলীয়ভাবে একটি পুনর্বাসন ফান্ড গঠন করা হবে। এসময় তিনি নিহত এক শহীদের মায়ের আহাজারি তুলে ধরে সরকারের 'নির্মমতা ও বর্বরতা'র কড়া সমালোচনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করেন।

রোববার, ২০ জুলাই ২০২৫। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার প্রাঙ্গণে বিএনপির 'গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ : জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল ও 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'সবুজ পল্লবে স্মৃতি অম্লান' শীর্ষক কর্মসূচি।কর্মসূচিতে প্রতীকীভাবে প্রতিটি শহীদের নামে একটি করে নিমগাছ রোপণ করা হয় মাজার প্রাঙ্গণে, যাতে করে তাঁদের স্মৃতি চিরস্মরণীয় থাকে।

এই কর্মসূচিতে অংশ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,"আজকেই আমি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বলবো—দলের পক্ষ থেকে একটি পুনর্বাসন ফান্ড গঠন করা হোক। যাতে করে জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদ পরিবারদের পাশে দলীয়ভাবে দাঁড়ানো যায়।"

তিনি আরও জানান, "ইতোমধ্যে 'আমরা বিএনপি পরিবার' উদ্যোগের পক্ষ থেকে আহত ও শহীদদের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে। তবে বৃহত্তর পরিসরে সহায়তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ফান্ড গঠন এখন সময়ের দাবি।"

বক্তব্যে ফখরুল এক শহীদের মায়ের হৃদয়বিদারক ভাষা তুলে ধরে বলেন,"যে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আমি আর আমার পরিবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, তাকেই গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। তারপর ভ্যানে করে লাশ নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। একবারও না দেখে যে সে বেঁচে আছে কি না!"

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ প্রশাসন, যাদের বেতন চলে আমার-আপনার ট্যাক্সের টাকায়—তারা কিভাবে এমন নিষ্ঠুরভাবে একটি মায়ের সন্তানকে হত্যা করে? এটি নির্মমতা নয়, এটি পাশবিকতা।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, "হাসিনাকে কোনোদিন ক্ষমা করা যাবে না। তিনি মানবতার কলঙ্ক, মায়েদের কলঙ্ক। আমাদের প্রথম কাজ হবে শহীদদের হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনা। দ্বিতীয় কাজ হবে শহীদ ও আহতদের পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।"

এই আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন—বিজেপি এর চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ,কৃষকদলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিন,সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল,আমরা বিএনপি পরিবার'-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন,অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।